# ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

প্রকাশনায় :
প্রণয়ন ও প্রকাশনা বিভাগ,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম সংস্করণ :
২০০০ কপি
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ইং

মূল্য : এক টাকা মাত্র,

মুদ্রণে :
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা—১২১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' [ আইঃ ] ১৯৮৭ সালের ২৪শে জুলাই লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত খোৎবায় 'নিজেদের হারানো ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার' জন্য গুরুত্ববহ আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ খোৎবার প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি জামায়াতের ভাই বোনদের সামনে তুলে ধরার আগে মু'মিনদের মাঝে ঐক্য সম্পর্কে আল্লাহ্ ও নবী করীম (সাঃ) যে গুরুত্ব ও তাগিদ দিয়েছেন এর কিছু উদ্ধৃতি দেয়া আবশ্যক মনে করছি ঃ

و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।'

( সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪ আয়াত )

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

অর্থ ঃ 'যাহারা আল্লাহ্র পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, সংগ্রাম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।'

( সূরা সাফ্ ঃ ৫ আয়াত )

হযরত নবী করীম (সাঃ) 'শেবে আবি-তালিবে' যে ভাষণ দেন, এর অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

'হে মানুষ, নিঃসন্দেহে সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মুসলমান এক ব্যক্তি-সদৃশ। তার শিরঃপীড়া উপস্থিত হলে সর্বশরীর বেদনায় জর্জরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য এক বুনিয়াদ স্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশের বোঝা বহনে সাহায্যকারী। আমি তোমাদের নসিহত করছি, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই—তাই কেউ যেন কাউকে যুলুম না করে এবং কাউকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সহায়হীন ছেড়ে না দেয়া হয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন।

হে মানুষ, যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাক। তোমাদের রব্ব তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কাজের হুকুম দিচ্ছেন এবং ফেতনা-ফাসাদ ও খুনা-খুনী নিষিদ্ধ করেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নিজের জন্য তোমরা যা পসন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পসন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মুসলমান হতে পারবে না।'.....

'এবং পরস্পরের সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ কর। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। তার অর্থ হল: এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দেওয়ালের ইটের মত, একে অপরকে আঁকড়ে থাকে।

যেরূপ দেওয়ালের এক ইট অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়াত করছি। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন একে অপরের সাহায্য করবে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করছি যে, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে থাক, একে অপরকে সাহায্য কর অর্থাৎ আশ্রয় দান কর তা'হলে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত থাকবে। অন্যথায় তোমরা স্তূপীকৃত ইটের ন্যায় হবে, কোন দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে।'

কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিশতিয়ে নূহ কিতাবে বলেছেন :

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী নাই। অতএব, তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না। যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।' .....

সুতরাং তোমরা সাবধান হও! এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের 'হেদায়াতের' বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লংঘন করে

সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হইতে পার। তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সে দ্বার দিয়া কোন স্থূলরিপুবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, সে আল্লাহ্‌র মুখনিঃসৃত বাণী, যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, মানিতে প্রস্তুত নহে! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তাহা হইলে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে।' (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ মু'মেনদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, যারা জামায়াতে যে কোনভাবে বা যে কোন কারণে অনৈক্য

সৃষ্টির চেষ্টা করে তারা আল্লাহ্, রসূল (সাঃ) ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর নির্দেশকে অমান্য করে। এর পরিণতি কখনও শুভ হতে পারে না।

যে বিষয়টি সবাইকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো জামায়াতে ঐক্য বজায় রাখা ও উহাকে ক্রমাগত জোরদার করা সবারই দায়িত্ব; কেননা আল্লাহ্ সকলকে তাঁর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরতে হুকুম দিয়েছেন। তবে যে যত বেশী উচ্চ পদে আছেন এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব তত বেশী। তাই যার যতটুকু দায়িত্ব তা পালন না করলে আল্লাহ্র নিকট কখনও আমরা দায়িত্বশীল বলে গণ্য হতে পারবো না। ঐক্যের অবহেলা বা বিরোধিতা করলে আল্লাহ্র বিরোধিতাই করা হয়। এ কথা প্রত্যেক আহ্মদী ভাই বোনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আল্লাহ্র রজ্জু সম্পর্কে এখানে কিছু বলা খুবই প্রয়োজন। অল্লাহ্র রজ্জু হলো নবুওয়াত ও এর স্থলাভিষিক্ত খেলাফত। সারা বিশ্বে একমাত্র আহ্মদীয়া জামায়াতই খেলাফতের গৌরবে গৌরবান্বিত। খোদার অসীম রহমতে এর সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের দোষ ত্রুটি দ্বারা আমরা কেউ যেন এ হতে বঞ্চিত না হই—এজন্য সবাইকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। খেলাফতের পবিত্র রজ্জু খলীফা হতে শুরু করে ক্ষুদ্রতম জামায়াত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। তাই সর্বস্তরে ইহা রক্ষার জন্য নিষ্ঠা ও আনুগত্য থাকা চাই। কোথাও যেন কখনও কোন

ছেদ দেখা না দেয়। খলীফার নিকট বয়আত দ্বারা আমরা ঐ রজ্জুর সাথে সংযুক্ত হই।

ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য আল্লাহ্ আমাদের জন্য বেশ কিছু বাস্তব ব্যবস্থাও নির্দিষ্ট করেছেন। সবাইকে একই কলেমার [যা ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ] বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। রাতদিনে পাঁচবার জামায়াতে নামায আদায় করে ঐক্যের অচ্ছেদ্য অংশ হতে হয়। সপ্তাহে একবার জুমুআ পড়ে বৃহত্তর এবং বছরে দু'ঈদের নামায আরো বৃহত্তর ঐক্যের সুযোগ করে দেয়। মক্কায় হজ্জ অনুষ্ঠান জাতি, বর্ণ ভাষা এসবের পরিধি অতিক্রম করে মু'মেন মু'মেনাগণকে মহাঐক্যের সক্রিয় অংশীদারে পরিণত করে। যথা সম্ভব এসব প্রতিপালন সত্বেও কোন মুসলমান যদি নিজেদের মাঝে অনৈক্যের কারণ হয়, তবে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির কলেমা পড়া, জামায়াতে নামায আদায়, ঈদগাহে কোলাকুলি বা হজ্জের 'লাব্বায়েক' উচ্চারণ সবই ছিল আন্তরিকতাশূন্য। এসব লোকের মনোযোগ সূরা মাউনের নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত সমূহের [ ৫-৭ ] দিকে আকর্ষণ করছি ঃ

'সুতরাং ঐ সকল নামাযীদের জন্য পরিতাপ যাহারা তাহাদিগের নামাযের প্রতি উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে।'

কোন আহ্‌মদী ভাইবোন নামায আদায় করে আল্লাহ্‌র কোপানলে পড়তে প্রস্তুত হবেন—তা ভাবা যায় না। সালাত

সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার তাৎপর্য নামায আদায়ের সময়টুকুতেই সীমিত থাকতে পারে না। আমাদের বৃহত্তর ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নতুবা কুরআনকে পূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করার কোন তাৎপর্য থাকে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ঐক্যের বিষয়ে তাগিদ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

'নতুন শতাব্দী শুরু হবার পূর্বেই নিজেদের হারানো ঐক্যকে ফিরিয়ে আনুন। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে, ঐক্যকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য দায়ী কেবল জামায়াতের কতিপয় ব্যক্তি। জামায়াতের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন যাদের মধ্যে কঠোরতা ও স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়, যে কারণে জামায়াতের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।' এই দিকে জামায়াতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন 'অনেক জায়গায় বড় ফিৎনা মাত্র কয়েক জনের বিদ্রোহাচরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমীর যদি প্রকৃত মুত্তাকী হতেন এবং তাদেরকে তাদের কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপারে অবগত করতেন, বিদ্বেষ ও মতভেদ দূর করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করতেন তাহলে তাদের অজানার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতনা, যার ফলে তাদের জামায়াত থেকে বের করা হয়েছে। যদি আমীর অনুধাবন করতেন যে, আমি এই লোকদের অভিভাবক এবং তাদের সামনে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং জামায়াতের সদস্যগণের নিকট আমি দায়ী, এবং সর্বশেষে আমাকে খোদার

সামনেও জবাবদিহী হতে হবে, তাহলে ঐ আমীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জামায়াতের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিজের অন্তরে বেদনা রাখতেন এবং তিনি সহজে কখনও এরূপ হতে দিতেন না যে, কোন আহ্মদী আগুনের কিনারায় গিয়ে পৌঁছুক। যথাসম্ভব সেই আমীর সচেষ্ট হতেন যে, এমন ব্যক্তি যে ভুল বুঝাবুঝির ও আত্মম্ভরিতার শিকার হয়েছে তার সংশোধন হউক। সাধারণতঃ এমন আমীর যে জামায়াতের জন্য দরদ রাখে সে কখনও ইহা সহ্য করতে পারে না যে, কোন আহ্মদী বিনষ্ট হউক। এইজন্য ঐ সকল আমীরদের ঐক্যের অবস্থা ভিন্নরূপ হয়ে থাকে, এবং এমন আমীর, যে অনুভূতিহীন হয়, তার জামায়াতের ঐক্যের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয়।'

হুযুর (আইঃ) বলেনঃ 'প্রেসিডেন্টকে জামায়াতের লোকেরা নির্বাচিত করে, কিন্তু আমীরকে মনোনীত করা হয়, এজন্য যদি প্রেসিডেন্ট ভুল করে তাহলে তার ভুল সাধারণ ভুল হয়। কিন্তু আমীর তো খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি হয়। তাঁর ভুল মারাত্মক হয়, এই জন্য যে, সে খলীফায়ে ওয়াক্ত এর আস্থা ও বিশ্বাসকে ভংগ করে। ঐ ভুলের কারণে যে গুনাহ হয় উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার যোগ্য..... অনেক আমীর এমনও আছেন যাদের মনের বাসনা এই হয় যেন তারা বেশী বেশী নিজেদের ইমারত সম্বন্ধে প্রচার করে। এরূপ আমীরের মস্তিষ্কে সব সময় ধারণা থাকে যে, সে এক

জন আমীর এবং সে এর প্রচারণা করতে থাকে। অথচ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, সে যেন লোকদিগকে ইমারতের প্রতি আদব কায়দা শিখায়, এই নয় যে, সে একজন আমীর, কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাকে। হুযূর (আইঃ) বলেন—যে আমীর পরস্পরকে ভাই ভাই বানানোর চেষ্টা করেন না, সে নিশ্চয় খোদার নিকট জবাবদিহী হতে রক্ষা পাবে না। আমরা এমন এক সময়ের আবর্তনে আছি যখন আমাদের কর্তব্য আরো প্রসারিত হচ্ছে, ব্যাপকতা লাভ করছে। অতএব, যারা ইমারতের দায়িত্বে আছেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের সচেতন হয়ে পালন করতে হবে। তাদের দায়িত্বের অন্তর্গত ইহাও যে, আহ্‌মদীদের মধ্যে আমীর হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের মধ্যে নেতা হবার গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। যদি আমীরগণ তাদের এ কর্তব্য পালন না করেন এবং জামায়াতের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে থাকেন তাহলে দক্ষতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি কি ভাবে হতে পারে, যারা সমস্ত দুনিয়াকে একই উম্মত বানাবে? যেহেতু একই উম্মত বানানোর সময় এসে গেছে, এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন যেন আমাদের সব বিরোধ দূরীভূত হয় এবং জামায়াত যেন দুনিয়ার সামনে একই উম্মত হিসাবে দণ্ডায়মান হয়। এই জন্য আমি বিশেষভাবে আমীরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এখনও বেশ কয়েকটি দেশে বিশৃংখলার ঘাঁটি রয়েছে এবং

বিভিন্ন দেশে ঐ রকম নীচ ও জঘন্য কার্যকলাপ চলছে এবং একে অপরের গলা কাটছে; আমি এ ব্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এখন আমীরদের জন্য দু'টো রাস্তা রয়েছে, এক হল প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেদের ঐক্যকে দৃঢ় করা এবং নিজেদের সকল ঝগড়া বিবাদ দূর করা। নতুবা ঐ সকল ব্যক্তি যারা ফিৎনা ও ফাসাদের জন্য দায়ী তাদের চিহ্নিত করুন, যাতে তাদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে .....এইজন্য আমীরদিগকে আমি ছয় মাসের সময় দিচ্ছি যেন তারা দু'টো রাস্তার মধ্য হতে একটি রাস্তা বেছে নেন এবং জামায়াতের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করেন।''

আমাদের মাঝে হারানো ঐক্য ফিরিয়ে আনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য যে সব ব্যবস্থাদি নেয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তা হলো নবীর জামায়াতের প্রধান কাজ হলো সংশোধন। এ মহান কাজে এক মু'মেন আর এক মু'মেনকে আন্তরিকভাবে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে মহব্বতের সাথে সংশোধনে সহায়তা করবেন, মু'মেনাদের বেলাতেও তাই। জামায়াত কখনও কাকেও পরিত্যাগ করতে বা পরিত্যক্ত দেখতে চায় না, তবে নিজের দোষে কেউ যদি তা করতে জামায়াতকে বাধ্য না করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বাংলাদেশে এরূপ কোন আহ্‌মদী ভাইবোন নেই। কেউ এক্ষেত্রে ভুলত্রুটি

করে থাকলে তা শুধরে নিয়ে যথাশীঘ্র শুভ্র সূচী হয়ে উঠুন। আল্লাহ্ সবার সহায় হউন।

## সংশোধনের কিছু পদ্ধতি ঃ

ক) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির বড় পথ হলো আত্মসংশোধনে সদা সক্রিয় থাকা। এজন্য প্রয়োজন হয় আত্ম-জিজ্ঞাসা ও অন্যের বিচার চাওয়া ও করার আগে নিজের বিচার নিজে করা। এ বিচারে অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, নিজের বিবেকই বড় সাক্ষী। তা'ছাড়া মু'মেন মু'মেনেরা তো কেরামান কাতিবিনের লিখিত সাক্ষ্যেও বিশ্বাসী। সর্বোপরি সর্বজ্ঞাত আল্লাহ্ শুধু বাহ্যিক আচার আচরণই নয় আমাদের মনের গহীণে যেসব সৎ বা অসৎ চিন্তা ভাবনার উদয় হয় সবকিছুরই পুরোপুরি খবর রাখেন। এতেই ইতি নয় তিনি শেষ বিচারেরও মালিক। এ জিন্দেগী পার হলেই আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এসব কথা স্মরণ রেখে নিজেদের মাঝে সৌহার্দ্য স্থাপন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হলে কোন সমস্যাই সমাধানের ঊর্ধে যেতে পারে না। এসব কথারই সার ব্যক্ত হয়েছে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কয়েকটি সহজ সরল কথায়। তিনি বলেছেন ঃ

'তোমাদের হিসাব [ আল্লাহ্ কর্তৃক ]
গ্রহণ করার পূর্বে তোমরা নিজেরা
নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর।'

খ) যাদের যাদের ভুল বুঝাবুঝি বা ঝগড়া ফাসাদ আছে তারা নিজেরা পরস্পর আপোষে তা মীমাংসা করুন এবং সহোদর ভাই ও বোনদের মত হয়ে যান। এ কাজে যে প্রথম এগিয়ে আসবেন. আল্লাহ্‌র নিকট তিনি অধিক প্রিয় হবেন।

গ) প্রয়োজন বোধে একাজে জামায়াতের কর্মকর্তা বা মুরুব্বী, মোয়াল্লেম ভাইদের সহায়তা নিন।

ঘ) জামায়াতের কোন বিশেষ সমাঝদার সদস্যকে এজন্য দায়িত্ব দিতে পারেন।

ঙ) যথাসম্ভব একে অন্যের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন। স্মরণীয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই সব ত্রুটি মুক্ত। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ভাইয়ের ভুলত্রুটির উপর পর্দাপুশী করে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তার দোষত্রুটির উপর পর্দাপুশী করবেন।

চ) পুরাতন ঝগড়া ফাসাদ ও এসবের কারণ সমূলে উৎপাটিত করুন। নতুন ঝগড়া বিবাদের আভাস পাওয়া মাত্র তা মেটাতে সচেষ্ট হউন।

ছ) 'ঐক্য' দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিন। বাংলাদেশের আহ্‌মদীয়া জামায়াতকে আহ্‌মদী জাহানে ঐক্যের আদর্শের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন।

জ) জামায়াতের শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য দোয়ার সাথে ঐক্যই আমাদের প্রধান সম্বল।

ঝ) [redacted] মুসলমানদের মাঝে অনেক ত্রুটি দেখানো বা বৃহত্তর ঐক্য, বিশ্ব ঐক্যের কথা বলার অধিকার তখনই আমাদের হবে যখন আমরা নিজেদের জামায়াতের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সফল হবো।

আনুগত্য ঐক্য সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন :

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى
الامر منكم فان تنا زعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول
ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن
تاويلا-

অর্থ : 'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আর আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মাঝে হুকুম দেওয়ার অধিকারী ; অতঃপর, তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে তোমরা উহা আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট সমর্পণ কর, উহাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর।'

[সূরা নিসা : ৬০ আয়াত]

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। তাঁর দরবারে সব সময় আমাদের সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দোয়া করতে হবে। রসূলগণ সবাই মৃত্যুর অধীন। তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতেই আমাদের সমস্যাদির সমাধান করতে হবে। নিজেদের খেয়াল খায়েশকে প্রাধান্য দিলে আল্লাহ্ ও

রসূলের নিকট 'সমর্পণ করা' হয়েছে বলা যায় না। তাছাড়া খলীফাসহ যারা হুকুম দেয়ার অধিকারী তাদের প্রতি আনুগত্যও আল্লাহ্ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক করেছেন। তাই আমাদের মাঝে ঐক্য সাধন, তা বজায় রাখা ও দৃঢ়তর করার পথে উপরোক্ত আয়াতটিকে দিশারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হতে হবে।

যে সব ভাই বোন বা জামায়াত নিজেদের মাঝে ঐক্য সাধনে বিশেষ অবদান রাখবেন, নাম জানালে ইনশাআল্লাহ্ তাদের নাম হুযুর (আইঃ) এর সমীপে খাস দোয়ার জন্য পেশ করবো। ভাই বোন সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, সবার জন্য দোয়া করছি।

খাকসার

২রা ফাল্গুন, ১৩৯৪ — মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ — ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

বিঃ দ্রঃ—জুমার খোৎবায় পড়ে শুনান, হালকা ও সাপ্তাহিক সভায় এ নিয়ে আলোচনা করুন।

# আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতা'লার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রব, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

# আহমদীয়া জামায়াতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীন'ল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)